ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিভিন্ন দিক (Different Aspects of Individual Difference)

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, মেজাজগত, সামাজিক, কৃষ্টিগত, প্রাক্ষোভিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পার্থক্য থাকে।

১. **দৈহিক বৈষম্য (Physical Difference) ঃ** মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদিও দেখতে একই রকম তবুও তার দৈহিক উচ্চতা, ওজন, গায়ের রং, চোখ, নাকের গড়ন প্রভৃতি এক নয়। নারী-পুরুষের লিঙ্গগত পার্থক্যও এখানে উল্লেখযোগ্য, এদের দৈহিক বিকাশের হারও এক নয়। নৃতত্ত্ববিদগণ মানুষের মাথার খুলির পরিমাপ করে, চুলের গঠন, মুখের আকৃতি, গায়ের রং পর্যবেক্ষণ করে মানুষের শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন। দৈহিক শক্তিও সবার সমান নয়। দৈহিক শক্তি মাপার যন্ত্র ডায়নামো-মিটার (Dynamometer) ব্যবহার করে দৈহিক শক্তি পরিমাপ করা হয়। হাতের মুষ্টির শক্তিই মূলত এই যন্ত্রটি পরিমাপ করে। ব্যক্তির কর্মক্ষমতার বৈষম্য মাপা হয় আরগোগ্রাফের (Ergograph)-এর সাহায্যে। এই সব দৈহিক বৈষম্যের জন্য প্রাচীনকাল থেকে মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার পদ্ধতি যাকে বলে Typology প্রচলিত আছে।

২. **মানসিক বৈষম্য (Meatal Difference) ঃ** মানসিক শক্তির বিভিন্নতার জন্য ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যে বৈষম্য দেখা যায় তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মানসিক বৈষম্য মূলত নির্ভর করে বুদ্ধির ওপর। ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করা হয়।

বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient) বা সংক্ষেপে I.Q =

$$\frac{\text{মানসিক বয়স (Mental Age)}}{\text{সময়গত বয়স (Chronological Age)}} \times ১০০$$

বুদ্ধি জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক বণ্টনের নিয়ম অনুসারে বণ্টিত। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০। এদের সংখ্যা শতকরা ষাট জন। ১১০ বুদ্ধ্যঙ্কের ওপরে আছে শতকরা কুড়ি জন এরা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বাকি শতকরা কুড়িজনের বুদ্ধি অনেক কম তাদের ক্ষীণবুদ্ধি বলে।

মনোবিজ্ঞানী টারম্যান বুদ্ধ্যঙ্কের একটি তালিকা দিয়েছেন যা থেকে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বুদ্ধির বৈষম্যটি বেশ স্পষ্ট হয়—

বুদ্ধ্যঙ্কের সীমা	শ্রেণী	শতকরা হিসেব
৭০-এর নীচে	ক্ষীণবুদ্ধি	১%
৭০-৭৯	প্রান্তীয় ক্ষীণবুদ্ধি	৫%
৮০-৮৯	স্বল্পবুদ্ধি	১৪%
৯০-৯৯	স্বাভাবিক	৩০%
১০০-১০৯	স্বাভাবিক	৩০%
১১০-১১৯	উচ্চমান	১৪%
১২০-১২৯	অত্যন্ত উচ্চমান	৫%
১৩০-এর বেশি	প্রতিভাবান	১%

সাধারণ বৌদ্ধিক ক্ষমতা ছাড়াও ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা (Special Ability) আছে। যেমন যান্ত্রিক ক্ষমতা (Mechanical Ability), সৃজনমূলক ক্ষমতা (Creative Ability), সঙ্গীতের ক্ষমতা (Musical Ability) প্রভৃতি। এগুলিও কারও মধ্যে কম কারও মধ্যে বেশি থাকে। এই সব বিশেষ ধর্মী ক্ষমতাকে ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচনের সময় প্রাধান্য দেওয়া দরকার।

মানসিক দিক থেকে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে আরও কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য দেখা যায়। যেমন প্রত্যক্ষণ ক্ষমতার কথা বলা যায়। কোনো বস্তু প্রত্যক্ষণের ফলে তার একটি প্রতিরূপ (Image) ব্যক্তির মনে তৈরি হয়। এই প্রতিরূপ বা Image কোনো না কোনো ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কারও শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে, কারও দর্শন ইন্দ্রিয়কে, কারও স্পর্শ ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষণ স্পর্শজাত প্রতিমূর্তি গড়ে ওঠে। এর ফলে কোনো ব্যক্তি দর্শনধর্মী, কেউ শ্রবণধর্মী, কেউ স্পর্শধর্মী হয়।

প্রত্যক্ষণের সঙ্গে আর এক ধরনের অবস্থার দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। সেটি হল প্রতিক্রিয়া সময় বা Reaction Time সংক্রান্ত। কোনো উদ্দীপক প্রয়োগ ও উত্তেজনা জনিত প্রতিক্রিয়া করার মধ্যে যে সময়ের পার্থক্য, তাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া সময় (Reaction Time)। বিভিন্ন কারণে এই প্রতিক্রিয়া সময়ের পার্থক্য হয়। দৈহিক কারণ ছাড়াও অনেক সময় বেশ কয়েকটি উদ্দীপকের ভেতর থেকে একটিকে নির্বাচন করে নিয়ে তার প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে হয় তখন একটু বেশি সময় লাগতে পারে আবার একটি উদ্দীপকের উত্তরেই সাড়া দিতে হয় তখন সময় কম লাগতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা এই প্রতিক্রিয়া সময় যে যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করেন তাকে ক্রোনোস্কোপ (Chronoscope) বলে।

স্মরণ, কল্পনা, ধারণা, মনোযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে। যেমন স্মৃতির প্রসার (Memory Span) সবার সমান নয়। স্মৃতির চারটি প্রক্রিয়া যথা শিখন, সংরক্ষণ, প্রত্যভিজ্ঞা, পুনরুদ্রেকের মধ্যে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পার্থক্য

লক্ষ করা যায়। কেউ সহজে ভুলে যায়, কেউ বহু বছর আগের ঘটনা হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

ধারণা হল বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান। ধারণা গঠন অন্যান্য মানসিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। ধারণা গঠনের জন্য বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, এই ক্ষেত্রেও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বৈষম্য থাকে।

মনোযোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় মনোযোগের পরিসর বা Span of attention-এর মধ্যে এবং মনোযোগের চঞ্চলতা বা Fluctuation of attention-এর মধ্যেও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বৈষম্য।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুরাগের প্রভূত পার্থক্য দেখা যায়। আগ্রহ বা অনুরাগ প্রত্যেক মানুষের সমগ্র মানসিকতা ও কর্মক্ষমতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মনোবিজ্ঞানীরা Interest Inventory বা আগ্রহ-অনুসন্ধানী অভীক্ষার সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ পরিমাপ করেন।

মানুষের আচরণের অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয় মনোভাবের দ্বারা। কোনো বিশেষ বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি সুনির্দিষ্ট মনোভাব থাকে। যেমন—বিবাহবিচ্ছেদ, সহ-শিক্ষা, নারীবাদ প্রভৃতি। এই মনোভাব অনুকূল অথবা প্রতিকূল হতে পারে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এই মনোভাবেরও বৈষম্য লক্ষ করা যায়।

৩. **মেজাজগত বৈষম্য (Temperamental Difference) ঃ** মেজাজ কথাটি অনেকসময় ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। আর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে Allport-এর দেওয়া সংজ্ঞাটিই শ্রেষ্ঠ, যেখানে বলা হয়েছে—''Personality is the dynamic organisation of those psycho-physical system within the individual which determines his unique adjustment with the environment.'' অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝায় ব্যক্তির সেই সব সতত পরিবর্তনশীল জৈব-মানসিক তন্ত্রের সমবায়কে যা পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রে তার **স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করে।** সুতরাং ব্যক্তিত্ব তার স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। ব্যক্তিত্বের এই স্বাতন্ত্র্যকে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ বলা হয়। জন্মগত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায় তাকেই মেজাজ বা Temperament বলে। বিভিন্ন ধরনের মেজাজের মানুষ থাকে, যেমন কেউ কোমল প্রকৃতির, কেউ উদ্ধত প্রকৃতির, কেউ রুক্ষ, কেউ অমায়িক, কেউ আক্রমণধর্মী, কেউ স্নেহপ্রবণ প্রভৃতি। চারিত্রিক গুণ যেমন দয়া, ক্ষমতা, ধৈর্য, সততা, প্রভৃতিও সকলের সমান নয়। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (Jung) ব্যক্তিসত্তাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) বহির্মুখী ব্যক্তিসত্তা (Extrovert), (২) অন্তর্মুখী ব্যক্তিসত্তা (Introvert), (৩) উভয়মুখী (Ambivert)। কোনো বিষয় নিয়ে সকলের সঙ্গে

আলোচনা করা, নিজেকে প্রকাশ বা প্রচার করা, সকলের সঙ্গে অকাতরে মেলামেশা করা—প্রভৃতি লক্ষণগুলি যাদের মধ্যে দেখা যায় তাদের বহির্মুখী বা Extrovert বলে। এর বিপরীত প্রকৃতি অর্থাৎ লাজুক, মুখচোরা, আত্মকেন্দ্রিক, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অন্তর্মুখী বা Introvert এবং যারা চরমভাবে অন্তর্মুখীও নয় আবার পুরোপুরি বহির্মুখীও নয় তাদের উভয়মুখী বা Ambivert বলে।

ক্রেৎসমার (Kretschmer) ব্যক্তিসত্তাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—পিক্‌নিক্ (Pyknik), অ্যাস্থেনিক (Aesthenic) হাইপোপ্লাস্টিক (Hypoplastic) এবং অ্যাথলেটিক (Athletic)। যারা মোটা এবং বেঁটে তারা হল পিক্‌নিক টাইপ, যারা লম্বা ও রোগা তারা অ্যাস্থেনিক টাইপ, যাদের দৈহিক গঠন ঠিকমতো হয়নি তারা হাইপোপ্লাস্টিক টাইপ এবং যাদের দৈহিক গঠন সুদৃঢ় তাদের অ্যাথলেটিক টাইপ বলেছেন।

যাইহোক ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ব্যক্তিজীবনের স্থায়ী সংগঠনের জন্য হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই একটি নিজস্ব স্টাইল আছে যার বলে সে অন্য ব্যক্তি থেকে পৃথক।

৪. **সামাজিক বৈষম্য (Social Difference) ঃ** জন্মের পর শিশুর পরিবার থেকেই তার আচরণধারা তৈরি হয়। প্রত্যেক পরিবারে কতকগুলি নিজস্ব আদর্শ, আচার-আচরণ আছে। শিশু বিভিন্ন পারিবারিক পরিবেশে মানুষ হবার ফলে তাদের মধ্যে চিন্তা এবং আচরণে বৈষম্য ঘটে। শিশু যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন তার পরিবেশের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এখানে সহপাঠীরা, বিদ্যালয় পরিবেশ, শিক্ষক অন্যান্য বিদ্যালয় কর্মীগণ সকলেই শিশুর ওপর সামাজিক প্রভাব বিস্তার করে। এরপর কর্ম পরিবেশ, ক্লাব, লাইব্রেরি প্রভৃতি ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে। এর ফলে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের ছেলেমেয়েদের ভাবভঙ্গি, ভাষা, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়।

৫. **সাংস্কৃতিক বৈষম্য (Cultural Difference) ঃ** প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি রীতি, নীতি, প্রথা, আচার-আচরণ সংস্কার প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত একটি নিজস্ব ভাণ্ডার আছে। একে বলে সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি বা কৃষ্টি জাতিভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন মানুষের সমাজে বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস শীতপ্রধান দেশের মানুষের থেকে আলাদা, মরুভূমির মানুষের জীবনধারা, শস্যশ্যামল সমতলের মানুষের জীবনধারা থেকে আলাদা, পাহাড়ের মানুষের জীবনধারা এদের দুজনের থেকেই আলাদা। এই ধরনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও

সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে সব শিশু জন্মায় তাদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, স্বভাব চরিত্র, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য আলাদা হয়ে থাকে।

৬. **প্রাক্ষোভিক বৈষম্য (Emotional Difference) :** প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কারও রাগ বেশি, কেউ যে-কোনো প্রক্ষোভই অতিরিক্তভাবে প্রকাশ করে, কেউ খুবই সংযত ইত্যাদি। বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রক্ষোভ দেখা দেয়। প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে কোনো বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয় এবং সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে। সেন্টিমেন্টের প্রকৃতির দৃঢ়বদ্ধতা আবার ব্যক্তির মধ্যে প্রাক্ষোভিক বৈষম্য তৈরি করে। পরিণত বয়সের দুই ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক বহিঃপ্রকাশ কখনও এক হয় না।

৭. **শিক্ষাগত বৈষম্য (Educational Difference) :** বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সব শিক্ষার্থী সমানভাবে আয়ত্ত করতে পারে না বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠক্রমের সব বিষয়ে সব ছাত্র-ছাত্রীর সমান পারদর্শিতা বা আগ্রহ দেখা যায় না। শিক্ষাগত পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে সুযোগের সমতার অভাবের জন্য হয়। আবার সমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাগত মান সকলের সমান হয় না। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাগত বৈষম্য বিশেষ প্রকাশিত হয় না তবে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে, গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত বৈষম্য বেশ প্রকট হতে দেখা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বিশেষ করে কম্পিউটারের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির ফলে ব্যক্তি সামর্থ্যের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।